সংবাদ

তারিখ ... 24 DEC 2012 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

মাউশির ৯ আঞ্চলিক কার্যালয়ের ৮টিতেই ডিডি পদ শূন্য

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রায় তিন বছর ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের ৮টির উপপরিচালকের (ডিডি) পদই শূন্য আছে। এসব কার্যালয়ের ৮টি বিদ্যালয় পরিদর্শক ও ৮টি বিদ্যালয় পরিদর্শিকার পদও খালি আছে। এমনকি ৮টি সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক ও ৮টি সহকারী পরিদর্শিকার পদেও কোন কর্মকর্তা নেই। ৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের ৩২টি গুরুত্বপূর্ণ পদ তিন বছর ধরে শূন্য থাকায় কার্যালয়গুলোতে বিরাজ করছে স্থবিরতা। নেই বিদ্যালয় পরিদর্শন ও সুপারভিশন কার্যক্রম। ভেঙে পড়েছে সারাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রম। এখন আঞ্চলিক কার্যালয়ের বেশিরভাগ কার্যক্রমই পরিচালনা করতে হচ্ছে মাউশি থেকে।

সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইনছান আলী সংবাদ'কে আঞ্চলিক : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৮

আঞ্চলিক : কার্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বলেছেন, এটা দুঃখজনক যে যোগ্য শিক্ষকদের পদোন্নতি না দিয়ে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিয়ে আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি অবিলম্বে যোগ্য শিক্ষক পদোন্নতির দাবি জানিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, নতুন কলেজ শিক্ষক ও ৮টি সরকারি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব দিয়ে ৮টি আঞ্চলিক কার্যালয় পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোন কাজই সুচারুভাবে করতে পারছেন না ভারপ্রাপ্ত ডিডিরা। এরপরও যোগ্য ও দক্ষ প্রধান শিক্ষকদের (সরকারি হাই স্কুল) পদোন্নতি দিয়ে উপপরিচালকের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে না। সংশ্লিষ্টরা জানায়, মাউশি ফিটলিস্ট অনুযায়ী বর্তমানে ৪০ জন প্রধান শিক্ষক আছেন, যাদের পদোন্নতি দিয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক ও উপপরিচালক পদে পদায়ন করা যায়। এছাড়া বর্তমানে ৩০০ জন সহকারী প্রধান শিক্ষক আছেন, যাদের মধ্য থেকে ১৬ জনকে পদোন্নতি দিয়ে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক ও পরিদর্শিকা পদে পদায়ন করা যায়। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি অসাধু চক্র সরকারি হাই স্কুলের শিক্ষকদের পদোন্নতির কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রেখেছে। ফলে পদোন্নতির যোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে বিরাজ করছে ক্ষোভ ও হতাশা। নামকাওয়াস্তে চলছে আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোর কার্যক্রম।